বৈদিক ভারতে বিধবা বিবাহ

চিরকিশোর ভাদুড়ী

বৈদিক যুগে প্রথা হিসেবে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত নন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বিভিন্ন বেদের অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি এবং সে সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামতের উল্লেখে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের রূপরেখা নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

হিন্দুরা যুগে যুগে বিবাহকে একটি বৈদিক সংস্কার হিসেবে গণ্য করেছেন এবং কোন সময়েই বিবাহ বিচ্ছেদ সমর্থন করেন নি। ঋগবেদের বিবাহ[১] সূক্তে আবেগময়ী ভাষায় বিবাহের অবিনশ্বরতা কামনা করা হয়েছে। মনু[২]ও হিন্দু বিবাহের আকস্মিক অবসানের কথা কখনই চিন্তা করেন নি। বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রে হিন্দু বিধবাদের বিকল্প হিসেবে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের বিধান দেওয়া হয়েছে। মনু[৩] কুমারীদের একবার মাত্র বিবাহের বিধান দিয়েছেন। তাঁর[৪] আরও অভিমত স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা পত্নী কোন অবস্থাতেই অন্য পুরুষের সাহচর্যের কথা চিন্তা করবে না। মনুর[৫] ধারনা, যে বিধবা স্বামীর মৃত্যুর পরে সাধ্বী জীবন যাপন করেন, মৃত্যুতে তাঁর অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। তাঁর[৬] বিধান, পতিব্রতা রমনী কোন অবস্থাতেই দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা চিন্তা করবেন না। হিন্দুদের পবিত্র শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে বিধবা বিবাহের বিধান দেওয়া হয়নি বলেই তাঁর[৭] দৃঢ় বিশ্বাস। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মনু বিধবা বিবাহের ঘোরতর বিরোধী।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, **Vedic Index**[৮] **of Name and Subjects**-এর সম্পাদকমণ্ডলীর মতে বৈদিক ভারতে নিঃসন্তান বিধবার সঙ্গে দেবরের বিবাহে বাধা ছিল না। তাঁরা ঋগবেদের ১০।১৮।৮ এবং ১০।৪০।২ নং শ্লোক দুইটি নিজেদের মতের সমর্থনে উদ্ধৃত করেন।

Cambridge History of India[৯]-র সম্পাদকমণ্ডলী এবং শ্রী এন. কে. দত্ত[১০] এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বৈদিক হিন্দুরা বংশ রক্ষার জন্য বিধবা ভ্রাতৃজায়া এবং দেবরের বিবাহে বাধা দিতেন না।

এইবার আমরা বৈদিক যুগে বিধবা বিবাহ প্রচলনের মতবাদের সমর্থনে উপরিউক্ত পণ্ডিতগণ উদ্ধৃত ঋগবেদের ১০।১৮।৮ এবং ১০।৪০।২ নং শ্লোক দুটির যাথার্থ্য নিরূপণের চেষ্টা করব।

প্রথমে আমরা ঋগবেদের ১০।১৮।৮ নং শ্লোকটি উদ্ধৃত করছি ঃ

উদীর্ষ নার্যভি জীবলোকম গতাবু মেতমুপ শেষ এহি।
হস্ত গ্রাভস্য দিধিসস্ত বেদম পতুর্জনিত্বমভি সংবভূথ ॥

শ্লোকটির গ্রিফিথ[১১] কৃত ইংরাজীর বাংলা অনুবাদ ঃ

হে নারি! গাত্রোত্থান কর! জীবলোকে ফিরে এস! তুমি তোমার মৃতপতির পাশে শয়ন করে আছ!

তোমার এই স্বামী যিনি তোমার হস্তধারন করেছিলেন এবং তোমাতে গর্ভসঞ্চার করেছিলেন, তাঁর পত্নী হিসেবে তোমার এখানে (শ্মশানে) আসা সার্থক হয়েছে।

ওপরের ব্যাখ্যা থেকে প্রতীতি হয়, স্বামীর চিতাপার্শ্বে শায়িতা বিধবা যতদূর সম্ভব শিশু সন্তানের জননী এবং তাঁর শিশু সন্তানের লালন পালনের জন্য আত্মীয়স্বজন তাঁকে সহমরণে নিবৃত্ত হতে অনুরোধ করছেন। **মহাভারত**[১২] এবং **ভাগবত**[১৩] **পুরানে** বৈদিক যুগের রাজা সুদাসের পুত্র সৌদাস বা কল্মাষপাদ বা মিত্র সহের হাতে নিহত ব্রাহ্মনের বিধবা পত্নীর স্বামীর চিতারোহনের উল্লেখ আছে। আমাদের সবিনয় নিবেদন, উপরি বর্ণিত শ্লোকটি বৈদিক ভারতে বিধবা বিবাহ প্রচলনের যুক্তির বদলে সহমরণের প্রথা হিসেবে অস্তিত্বের কথা বলে। (যদিও উপরিলিখিত ১০।১০।৮ নং শ্লোকটি সতীদাহর কোন ঘটনার উল্লেখ করে না।)

এখন ঋগবেদের ১০।৪০।২ নং শ্লোকটি আলোচনার জন্য গ্রহণ করা যাক ঃ

কুহসিদ্দোষা কুহ বস্তরোশ্বিনা কুহ ভিপিত্বম করতঃ কুহসত্তুঃ
কো বাং সযুত্রা বিধবেব দেবরং মর্যম ন যোষা কৃনুতে সর্ধস্থ আ।

গ্রিফিথের ইংরাজী অনুবাদের বঙ্গরূপ ঃ

হে অশ্বিনগণ! তোমরা সন্ধ্যাবেলা কোথায় থাক! প্রভাতেই বা কোথায় অবস্থান কর! রাত্রিতেই বা কোথায় কোথায় বিশ্রাম কর?

শয্যাশ্রিত বিধবা যেমন তার দেবরকে আদর করে বা স্ত্রী স্বামীকে আকর্ষণ করে তেমনি তোমরা কার আকর্ষণে গৃহাভিমুখী হও?

আমাদের বিনীত মতামত হল যে এই শ্লোকটি প্রথা হিসেবে নিয়োগের

অস্তিত্বের ইংগিত করে। নাহলে এই শ্লোকে বিধবার নিজ শয্যায় দেবরকে আকর্ষণের সংগে স্ত্রীর স্বামীকে আকর্ষণ করার তুলনা দেওয়া হতনা। স্মৃতিকার[১৫] বিশ্বরূপ এবং মেধাতিথি এবং ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার[১৬] এই শ্লোকটি বৈদিক ভারতে নিয়োগ প্রথার অস্তিত্বের ইংগিতবাহী বলে মনে করেন। মহাভারতে[১৭] একটি সুনির্দিষ্ট নিয়োগের বৈদিক ভারতে অস্তিত্বের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যার ফলে উপরিউল্লিখিত বৈদিক রাজা সুদাসের পুত্র সৌদাসের বা কল্মাষপাদের বা মিত্র সহের রানী মদয়ন্তীর সংগে ঋষি বশিষ্ঠের সহবাসে অশ্মকের জন্ম হয়। অতএব ঋগবেদের ১০।৪০।২ নং শ্লোকটি বৈদিক যুগে বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকার যুক্তির বদলে নিয়োগ প্রথা হিসেবে বিদ্যমান থাকার প্রমাণ দেয় বলেই আমরা মনে করি।

একটা কথা এই প্রসংগে আমাদের মনে রাখতে হবে বংশ রক্ষার জন্য নিঃসন্তান বিধবার সংগে সহবাসের অধিকার প্রাচীন ভারতে দেবরদের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ছিল। য়াস্ক দেবরের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে দ্বিতীয় স্বামী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কেননা, নিয়োগ প্রথায় দেবর সাময়িকভাবে স্বামীর সব রকম অধিকার ভোগ করতেন। অতএব প্রাচীন ভারতে যখন নিয়োগ প্রথা হিসেবে অনুমোদিত ছিল, তখন স্বাভাবিকভাবেই দেবরের বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহের কোন যৌক্তিকতা ছিলনা। অতএব বৈদিক ভারতে বিধবা বিবাহের প্রচলনে উপরিউল্লিখিত পণ্ডিতদের যুক্তি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

অধিকন্তু, Vedic Index[১৮] of Name and Subjects-এর সম্পাদকমণ্ডলী মনে করেন অথর্ববেদের ৯।৫।২৭-২৮ নং শ্লোক দুটিতে বিধবা বিবাহের প্রচলনের কথা বলা হয়েছে। মূল শ্লোক দুটি হল ঃ

> ইয়া পূর্বম্ পতিম্ বিত্বা থান্যম্ বিন্দতে পরম্।
> পঞ্চদনঞ্চ তাবজম্ দদাতি ন নিয়োসতঃ।
> সমানো লোকো ভবতি পুনর্ভবা পরঃ পতিঃ।
> য়োজম্ পঞ্চদনম্ দাক্ষিণা জ্যোতিসম দদাতি।

শ্লোকদুটির তৃতীয় লাইনে পুনর্ভবা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং দুটি শ্লোকই পুনর্ভূ বা বাগদত্তা কন্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। স্মৃতিকার কাশ্যপের[১৯] মতে পুনর্ভূ সাত প্রকার যথা (১) যে কন্যাকে বিবাহের অঙ্গীকার করা হয়েছে, (২) যে কন্যাকে সম্প্রদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে, (৩) যে কন্যার হাতে বিবাহের মাঙ্গলিক বন্ধনী পাত্র নিজে হাতে বেঁধে দিয়েছে, (৪) জলস্পর্শ করে যাকে সম্প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে (৫) যে কন্যার হস্ত ধারণ করা

হয়েছে(৬) যে কন্যা অগ্নি প্রদক্ষিণ করেছে এবং (৭) উপরে বর্ণিত ছয় প্রকার পুনর্ভূ'র গর্ভে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করেছে।

অথর্ববেদের উক্ত শ্লোকদুটির গ্রিফিথ[২০] কৃত ইংরাজীর বাংলা অনুবাদ ঃ—

কোন পূর্ববিবাহিতা রমণী যদি পুনর্বিবাহ করে যথারীতি শাস্ত্রীয় উপচারে পঞ্চথাল্য অন্ন এবং ছাগ প্রদান করে তাহলে তাদের বিচ্ছেদ হবেনা ॥ ২৭॥

পরবর্তী স্বামী তার পুনর্বিবাহিত পত্নীর সংগে একই পৃথিবীতে বাস করবে যদি সে যথারীতি শাস্ত্রীয় উপচারে একটি ছাগ সহ পঞ্চ থাল্য অন্ন প্রদান করে ॥ ২৮ ॥

কিন্তু যেহেতু মূল শ্লোকে পুনর্ভূ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং হিন্দুদের পবিত্র শাস্ত্রসমূহে যেহেতু বিধবা বিবাহের সুপারিশ করা হয়নি, সেইহেতু উপরের শ্লোক দুটি পুনর্ভূ বা বাগদত্তা কন্যার সংগেই সম্পর্কিত, অন্য কিছুর সংগে নয়। শ্লোকদুটিতে বাগদত্তা কন্যাকে বিবাহের পাপস্খালনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হয়েছে। অতএব উপরোক্ত শ্লোকদুটি বিধবা বিবাহ অনুমোদন করেনা।

কানের[২১] মতে, অথর্ববেদের উপরোক্ত শ্লোক দুটিতে (৯।৫।২৭-২৮) বাগদত্তা কন্যাকে বিবাহের পাপস্খালনের জন্যই প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতে পুনর্ভূ কন্যার সংগে তার প্রতিশ্রুত স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহে বাধা ছিলনা। মনু[২২] এই ধরনের বিবাহ অনুমোদনও করেছেন। কিন্তু কাশ্যপ প্রমুখ স্মৃতিকারগণ এই ধরনের বিবাহের বিরোধী।

ডঃ বার্নেটের[২৩] অভিমত বৈদিক শাস্ত্রাদি বিবধা বিবাহ সুপারিশ করেনি।

উপসংহারে আমাদের সবিনয় নিবেদন, বেদ বিধবা বিবাহ অনুমোদন করেন নি।

পাদটীকা এবং গ্রন্থপঞ্জী

১ ঋগবেদ— ১০।৮৫, ৩৬, ৪২, ৪৫, ৪৭— ইত্যাদি।

২ মানব ধর্মশাস্ত্র— (জে. জলি সম্পাদিত, লণ্ডন ১৮৮৭)
৫।১৬২, ৯।৪৬, ৯।১০১ ইত্যাদি।

৩ তদেব ৯।৪৭।

৪ তদেব ৫।১৫৭।

৫ তদেব ৫।১৬০
৬ তদেব ৫।১৬২
৭ তদেব ৯।৬৫
৮ "The re-marriage of a widow was apparently permitted. This seems originally to have taken the form of the marriage of the widow to the brother or other nearest kinsman of the dead man in order to produce children. At any rate the ceremony is apparently alluded to in a funeral hymn of the *Rgveda* for the alternative explanation....Moreover another passage of the *Rgveda* clearly refers to the marriage of the widow and the husband's brother (dever) which constitutes what the Indians later know as *niyoga*."—Vedic Index of Names of Subjects—V—1, pp. 476-77 (Mackdonnel & Keith Ed.) London 1912.
৯ "(Which) appears clearly in the burial ritual of the *rgveda* that the brother-in-law should marry the widow probably only in cases where the dead man left no son and it was therefore imperative that steps should be taken to secure him offspring."—*The Cambridge History of India*—Vol I, p 80, (Rapson ed), Delhi 1955.
১০ —"No aversion is expressed anywhere in the *Rgveda* to the marriage of a widowed woman. Probably the custom of a widow marrying the brother of her deceased husband was general—*Dutta N. K.—the Origin & growth of Caste in India*—Vol I, pp 73-74 (London 1930).
১১ "Rise ! Come unto the world of life, O woman ! Come ! he is lifeless by whose side thou liest. Wifehood with this thy husband was thy portion who took thy hand and wooed thee as a lover."—Griffith R. T. H.—*The Hymns of the Rgveda*—Delhi 1973.
১২ মহাভারত (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, কলিকাতা) ১. ১৭৫. ১০-২২ ।
১৩ ভাগবত পুরাণ—(গীতা প্রেস গোরক্ষপুর) ৯।৯।৩৬ ।
১৪ "Where are ye Asvins, in the evening, where at the morn ? Where is your halting place, where rest ye for the night ?

Who brings you homeward as the widow bedward draws her husband's brother as the bride attracts the groom ?" —Griffiith R. T. H—*The Hymns of the Rgveda.*

১৫ Kane P. V—*History of Dharmasastra*, Vol-2 Pt—1 pp 606 (Poona 1941).

১৬ Majumdar R. C. (ed.)—*The Vedic Age* (Bombay 1969) p 392.

১৭ মহাভারত (হরিদাস) ১.১১৬.২২—২৩ এবং ১.১৭০.৪৪-৪৮

১৮ —"In the *Atharvaveda* a verse refers to a Charm which world secure the re union in the next world of a wife and her husband"—*Vedic Index*, Vol I, p 477.

১৯ বাচাদত্তা মনোদত্তা কৃত কৌতুক মঙ্গলা
উদক স্পর্শিতা যা চ যা চ পানি গৃহিতিকা
অগ্নি পরিগতা যা চ পুনর্ভূ প্রভবা চ যা
ইত্যেত্বা কাশ্যপেনক্তা দহতি কুলমগ্নিবং — কাশ্যপস্মৃতি

২০ —"27. Whoever woman having gained a former husband, then gains another later one if they give a goat with five rice dishes they shall not be separated.

28. Her later husband seems to have the same world with his re married spouse who gives a goat with five rice dishes with the light of the sacrificed gifts.—English translation of *Atharvaveda Sanhita* by Whitny, Delhi 1971.

২১ —"It is possible to hold that this may refer to the promise of a girl in marriage, subsequent death of the intended bridegroom before the marriage ceremonies take place and then the bestowal of her on another. Whatever the meaning of *punarbhu* here may be, it is clear that same sort of sin or inferiority attached to her and that such sin or approbieum had to be removed by sacrifices—*History of Dharmasastra,* Vol 2, pt I, p 615.

২২ *Manava Dharmasastra*, IX/69.

২৩ ..."There is no authority even in the *Vedas* that countenances the second marriage of widow"—Burnett L. D.— —*Antiquities gritus of India,*—pp 143-44 (Reprint, Calcutta 1964).